আহকামুন নিসা

নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ফাযায়েল, মাসায়েল
মাছনূন দুআ-দুরূদ, নসীহত ও নেক বিবিদের কাহিনী
সম্বলিত ঘর ও মজলিসে তালীমের উপযোগী কিতাব

লেখক
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মুহাদ্দিছ, জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নারী সমাজের জন্য স্বতন্ত্র দ্বীনী কিতাব রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; এবং রচিত হয়েছেও। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বাজারে নারীদের জন্য এমন কিছু বইও চালু রয়েছে, যা-তে শরীয়তের অনেক বিষয়কে অহেতুক জটিল করে পেশ করা হয়েছে, কিছু কিছু মনগড়া মাসআলাও লিখে দেয়া হয়েছে, আর আজগুবি কিস্সা-কাহিনীর বর্ণনাতো রয়েছেই। আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের দেশের সচেতন উলামায়ে কেরামের সতর্কীকরণের ফলে এগুলির প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়ে চলেছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক দ্বীনদার মুসলমান বিশেষ করে শিক্ষিত দ্বীনদার মহিলাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃপক্ষকে নারী জীবনের সামগ্রিক বিষয়ে দ্বীনী দিক-নির্দেশনা সম্বলিত একখানা নির্ভরযোগ্য কিতাব সংকলনের অনুরোধ জানানো হয়। **"আহকামুন্ নিসা"** কিতাবখানি মূলতঃ সেই অনুরোধ রক্ষা ও নারী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফাযায়েল, মাসায়েল, মাছনূন দু'আ দুরূদ ও নসীহত সম্বলিত ঘরে ও মজলিসে তা'লীমের উপযোগী একখানা পূর্ণাঙ্গ কিতাব উপহার দেয়ার প্রয়াস গ্রহণেরই ফসল।

বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম ও লেখক জনাব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন ছাহেব "আহকামুন্ নিসা" কিতাবখানা সংকলন করে দিয়ে জাতির এক অপূরণীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সেই সাথে মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর খলীফা, দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এ গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি দেখে ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের দিক-নির্দেশনা দান করে এর গুণগত মানকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে ও লেখককে জাযায়ে খায়র দান করুন।

আমরা কিতাবখানাকে সব রকমের ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করেছি। এরপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। অতএব কারও দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। ভবিষ্যতে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক এ কিতাবখানাকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা মা-বোনদেরকে পূর্ণাঙ্গরূপে দ্বীন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ও আমল করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক দান করুন। সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বদলা নসীব করুন। আমীন!

নিবেদক

তারিখ : ১৬ই শা'বান, ১৪২৬ হিজরী
২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান
স্বত্বাধিকারী : মাকতাবাতুল আশরাফ

মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর
হযরত **মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব** (দামাত বারাকাতুহুম)-এর

অভিমত

মানুষের ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আমল করা। আর সঠিক ঈমান ও আমলের জন্য প্রয়োজন কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম তথা জ্ঞান অর্জন করা। নর ও নারী উভয়ের জন্যই তাই কুরআন-হাদীছের জ্ঞান তথা নিজের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান-আকীদা ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে।

নারী সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞানের অভাব খুব বেশী হারে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর দ্বীনী জ্ঞানের অভাবের ফলে তাদের মধ্যে অনেক রকম ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও গলত আমলের প্রচলন খুব ব্যাপক আকারে দেখা যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজের জন্য ঘরে ঘরে তা'লীমের ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আলহাম্‌দু লিল্লাহ সম্প্রতি অনেক স্থানে শুধু ঘরে নয় নারীদের তা'লীমের জন্য মজলিসেরও এন্তেজাম হতে দেখা যাচ্ছে এবং পর্দার এহতেমামের সাথে এরূপ এন্তেজাম হওয়াও চাই। তবে এসব মজলিসে তা'লীমের জন্য একদিকে সহীহ জাননেওয়ালী নেককার পরহেযগার মহিলার পরিচালনা থাকা জরুরী, অন্যদিকে তা'লীমের জন্য নির্বাচিত কিতাব-পত্রও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই।

আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেব **"আহকামুন্ নিসা"** নামে নারী সমাজের জন্য ঘরে ও মজলিসে তা'লীমের উপযোগী করে এমন একখানা কিতাব রচনার কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যার মধ্যে নারীদের জন্য আকায়েদ, ফাযায়েল, মাসায়েল, মাছনূন দুআ-দুরূদ ও খাস খাস বিষয়ের নসীহত ইত্যাদি নেহায়েত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মেহনতকে কবূল করুন এবং নারী সমাজের জন্য এ কিতাবখানিকে হেদায়েতের ওছীলা বানান। আমীন!

মাহমূদুল হাসান
আমীর- মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ
মুহতামিম- জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া

তাং ২০-৯-২০০৫ ইং

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ !

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত তথা পূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানব জীবনের সর্ব বিষয়ে ইসলামের দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। কেউ সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী তার পূর্ণ জীবন ঢেলে সাজাতে পারলেই সে পূর্ণ মুসলমান হতে পারবে। যে পূর্ণ মানে সে-ই পূর্ণ মুসলমান।

পূর্ণ মানার জন্য পূর্ণ জানা জরুরী। অর্থাৎ, জীবনের সর্ব বিষয়ে ইল্‌ম হাছেল করা জরুরী। এরূপ জ্ঞান অর্জন করার জন্য যিন্দেগীর যাবতীয় বিষয়ের দিক নির্দেশনা সম্বলিত একখানা কিতাব সামনে থাকলে তা থেকে ভরপুর সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়।

নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিতাব রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারী সমাজের জন্য সর্ব বিষয়ের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত এবং একই সাথে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন এবং ঘরে ও তা'লীমের মজলিসে তা'লীমের উপযোগী একখানি ব্যাপক কিতাবের প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকেই "আহ্‌কামুন্ নিসা" কিতাবখানি রচনার প্রয়াস।

একখানি কিতাবেই জীবনের সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা ও যাবতীয় হুকুম-আহকাম বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে বয়ান করা সম্ভব নয় তা সকলেরই বোধগম্য। তাই এ কিতাবখানায় নেহায়েত নিত্য প্রয়োজনীয় ও আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে আমলের ফাযায়েলও বয়ান করে দেয়া হয়েছে, যাতে আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নারীদের তা'লীমের মজলিসের উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের হাদীছ ও আয়াত উল্লেখপূর্বক ওয়াজমূলক কিছু কথা ও বুযুর্গদের কাহিনী সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। কিতাবখানির শুরুতে বেশ কয়েকজন বুযুর্গ নারীর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ইতিহাস দ্বীনী

জীবন গড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। কিতাবখানির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সহজ সাবলীল রাখা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের নারী সমাজ সহজে বুঝতে সক্ষম হন। তা'লীমের মজলিসের উপযোগী করার জন্য অনেক স্থানে ওয়াজমূলক বর্ণনাভঙ্গি রাখা হয়েছে।

কিতাবখানি রচনা ও সংকলনের পর মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ -এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম) এর পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় এসলাহের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এতদসত্ত্বেও যদি কোন মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিতে কোন মাসআলায় বা কোন বিষয়ে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক এ কিতাবখানিকে আমাদের মুসলমান মা-বোনদের ইসলামী যিন্দেগী গঠন ও নাজাতের ওছীলা করুন এবং এই অধম লেখকের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

যে সমস্ত মা-বোন এ কিতাবখানি ঘরে বা মজলিসে তা'লীম করবেন, তারা তা'লীমের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে কিতাবখানির সব অধ্যায় থেকেই কিছু কিছু পাঠ করে শোনাবেন। তাহলে সব ধরনের কথা শ্রোতাদের সামনে আসবে এবং তাতে করে তা'লীমের প্রতি তাদের আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে। তা'লীমের সময় প্রয়োজনীয় স্থানে যথাসাধ্য কিছু ব্যাখ্যাও প্রদান করবেন, যাতে শ্রোতাদের বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা কেটে যায় এবং তাদের পূর্ণ ফায়দা হয়।

তারিখ
২৩/০৬/২০০৫ ইং

বিনীত
মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রথম অধ্যায়

নেক বিবিদের কাহিনী

● কয়েকজন নবীর স্ত্রী

হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাওয়া ২৫
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা ২৭
হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি রহমত ২৯
হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি সাফূরা ৩০

● নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ

হযরত খাদীজা (রাযিঃ) ৩২
হযরত সাওদা (রাযিঃ) ৩৩
হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ৩৪
হযরত হাফসা (রাযিঃ) ৩৭
হযরত যায়নাব বিন্তে খুযায়মা (রাযিঃ) ৩৭
হযরত যায়নাব বিন্তে জাহ্শ (রাযিঃ) ৩৮
হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) ৩৯
হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ৪০
হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) ৪১
হযরত মায়মূনা (রাযিঃ) ৪৩
হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিঃ) ৪৪

● কয়েকজন নবীর মা

হযরত মূসা (আঃ)-এর মা ইউখান্দ ৪৫
হযরত ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়াম ৪৬
নবী করীম (সাঃ)এর দুধমাতা হালিমা সা'দিয়া (রাযিঃ) ৪৮

● কয়েকজন নবীর কন্যা

হযরত লূত (আঃ)-এর কন্যাগণ ৪৮
হযরত শুআইব (আঃ)-এর কন্যা সাফীরা ৫০

বিষয় **পৃষ্ঠা**

● নবী করীম (সাঃ)-এর কন্যাগণ

হযরত যায়নাব (রাযিঃ) ৫০
হযরত রুকাইয়া (রাযিঃ) ৫১
হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) ৫২
হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) ৫৩

● কয়েকজন সাহাবীর স্ত্রী

হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালীম (রাযিঃ) ৫৫
হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিঃ) ৫৭
হযরত উবাদাহ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হারাম (রাযিঃ) ৫৭

● কয়েকজন সাহাবীর মা

হযরত আবূ যার গিফারী (রাযিঃ)-এর মা ৫৯
হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ)-এর মা ৫৯
হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)-এর মা ৬০
হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর মা ৬১

● কয়েকজন মহিয়সী নারী

নমরূদের কন্যা ৬২
বিবি আসিয়া ৬৩
রাণী বিলকীস ৬৪
হযরত মারইয়ামের মা বিবি হান্নাহ ৬৬
হযরত রাবেয়া বসরিয়া (রহঃ) ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহিলাদের খাস নসীহত

নসীহত-১ (মাতৃজাতির মর্যাদা) ৬৯
নসীহত-২ (নারীদের জান্নাত লাভের সহজ ব্যবস্থা) ৭২
নসীহত-৩ (নারীদের পর্দা প্রসঙ্গ) ৭৩
নসীহত-৪ (নারীদের সাজ-সজ্জা প্রসঙ্গ) ৮১

বিষয় **পৃষ্ঠা**

নসীহত-৫ (স্বামীর খেদমত প্রসঙ্গ) ৮৩
নসীহত-৬ (নারীদের বিশেষ দুটি দোষ প্রসঙ্গ) ৮৫
নসীহত-৭ (মৃত্যুর স্মরণ প্রসঙ্গ) ৮৭
নসীহত-৮ (কবরের আযাব প্রসঙ্গ) ৯০
নসীহত-৯ (জাহান্নামের আযাব প্রসঙ্গ) ৯৪
নসীহত-১০ (জান্নাত প্রসঙ্গ) ১০২

তৃতীয় অধ্যায়

বৎসরের বিশেষ কয়েকদিনের আমল

মুহাররম ও আশুরা ১০৭
১২ই রবিউল আউয়াল ১১১
রাসূল (সাঃ)-এর সীরাত প্রসঙ্গ ১১৭
শবে মে'রাজ ১১৯
শবে বরাত ১৩১
সালাতুত তাসবীহ ১৩৪
শবে ক্বদর ১৩৯
দুই ঈদের রাতে করণীয় ১৪৪
ফাতেহা ইয়াযদহম ১৪৪
৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীকের বিধান ১৪৫
ঈদের দিনগুলোর আমল ১৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

ইল্‌মে দ্বীন বিষয়ক

● ইল্‌মে দ্বীন সম্পর্কিত আলোচনা

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার গুরুত্ব ১৪৭
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত ১৪৮
ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা ১৫১
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার সহীহ নিয়ত ১৫১
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার তরীকা ১৫২

বিষয় **পৃষ্ঠা**

● উস্তাদ-ছাত্র ও গুরুজন-অধীনস্থ বিষয়ক

উস্তাদের হক ১৫৩
ছাত্র-ছাত্রীর হক ১৫৪

● মুলাকাত, সালাম, মুসাফাহা ও মুআনাকা

মজলিসের সুন্নাত ও আদবসমূহ ১৫৮
সাক্ষাৎ ও মুলাকাতের সুন্নাত এবং আদবসমূহ ১৫৯
সালাম প্রদানের মাসায়েল ১৬১
সালামের জওয়াব প্রদানের মাসায়েল ১৬২
মুসাফাহার মাসায়েল ১৬৩
মুরব্বী ও গুরুজনের কদমবুছীর মাসায়েল ১৬৪
অনুমতি গ্রহণের মাসায়েল ১৬৪

● কথা-বার্তা, হাসি-ফুর্তি ও তর্ক–বির্তক

কথা বলার মাসায়েল ১৬৫
ফোনে কথা বলার মাসায়েল ১৬৭
কথা শ্রবণ করার মাসায়েল ১৬৭
তর্ক-বিতর্ক সম্বন্ধে মাসায়েল ১৬৮
হাসি-ফুর্তি ও রসিকতা সম্পর্কে মাসায়েল ১৬৯
প্রশংসা বিষয়ক মাসায়েল ১৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

ঈমান ও তৎসংশ্লিষ্ট আমল-আখলাক বিষয়ক

● ঈমান ও আকীদা

ঈমান ও আকীদা শব্দের ব্যাখ্যা ১৭১
ঈমানের গুরুত্ব ১৭১
ঈমানের ফযীলত ১৭২
যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় ১৭৩
আল্লাহ্-এর উপর ঈমান **১৭৩**
আল্লাহ্র গুণবাচক ৯৯ টি নাম ১৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফেরেশ্‌তা সম্বন্ধে ঈমান	**১৮০**
নবী ও রাসূল সম্বন্ধে ঈমান	**১৮২**
নবীগণের কয়েকটি মু'জিযা	১৮৪
আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে ঈমান	**১৮৫**
আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান	**১৮৬**
(এক) কবরের সওয়াল জওয়াব সত্য	১৮৬
(দুই) কবরের আযাব সত্য	১৮৮
(তিন) পুনর্জীবিত হওয়া ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য	১৮৮
(চার) আল্লাহর বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য	১৯০
(পাঁচ) নেকী ও বদীর ওজন সত্য	১৯২
(ছয়) আমলনামা-র প্রাপ্তি সত্য	১৯৩
(সাত) হাউযে কাউছার সত্য	১৯৫
(আট) পুলসিরাত সত্য	১৯৬
(নয়) শাফা'আত সত্য	১৯৬
(দশ) জান্নাত বা বেহেশ্‌ত সত্য	১৯৬
(এগার) জাহান্নাম বা দোযখ সত্য	১৯৭
তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান	**১৯৭**
● মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা	
মে'রাজ সম্বন্ধে আকীদা	২০০
আরশ-কুরছী সম্বন্ধে আকীদা	২০০
আল্লাহর দীদার সম্বন্ধে আকীদা	২০০
কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা	২০১
হযরত মাহ্‌দী সম্বন্ধে আকীদা	২০৬
দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা	২০৭
হযরত ঈসা (আ.) এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা	২০৮
ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্বন্ধে আকীদা	২০৮
আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা	২০৯
পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা	২০৯
দাব্বাতুল আর্‌দ সম্বন্ধে আকীদা	২০৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কাশ্‌ফ-কারামত সম্বন্ধে আকীদা ২১০
পীর সম্বন্ধে ভ্রান্ত আকীদা ২১১
মাযার সম্বন্ধে ভ্রান্ত আকীদা ২১২
রাশি ও গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব এবং হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা ২১২
তা'বীজ ও ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা ২১৩
নজর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা ২১৪
কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা ২১৪
শরীয়তের আকীদা-বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কুলক্ষণের তালিকা ২১৫

● **ঈমানের শাখা**

যেগুলো দেলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ২১৮
আল্লাহ্‌র মহব্বত ২১৯
তাওবা-এস্তেগফারের নিয়ম-পদ্ধতি **২২১**
তাওবার জন্য মোট ৫টি কাজ করতে হবে **২২১**
হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ ২২২
রাসূলের প্রতি ভালবাসা প্রসঙ্গ ২২৩
এখ্‌লাস ও সহীহ নিয়ত **২৩০**
তাকওয়া বা আল্লাহ্‌র ভয় ২৩১
আল্লাহর রহমতের আশা ২৩২
হায়া বা লজ্জাশীলতা **২৩৩**
শোকর প্রসঙ্গ **২৩৪**
অঙ্গীকার রক্ষা করা প্রসঙ্গ ২৩৭
সবর প্রসঙ্গ ২৩৮
স্নেহ-মমতা ও সম্মানবোধ ২৩৯
সহমর্মিতা ২৪০
আল্লাহ্‌র ফয়সালায় রাজী থাকা ২৪০
তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ২৪১
নিজেকে বড় মনে করা ২৪২
হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা **২৪২**
রাগ বা গোস্বা প্রসঙ্গ ২৪৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বদগোমানী বা কু-ধারণা প্রসঙ্গ ২৪৮
ইজ্জত-সম্মানের মহব্বত ২৪৯
মালের মহব্বত ২৪৯
যুহ্দ বা দুনিয়াত্যাগ ২৫০
যেগুলো যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ২৫০

● কুরআন তেলাওয়াত

কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের ফায়দা ২৫১
কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয় আমলসমূহ ২৫১
তেলাওয়াতের সাজদা ২৫৩
কুরআনের আদব ও আযমত সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিধান ২৫৫

● যিকির ২৫৬
যিকিরের সুন্নাত ও আদবসমূহ ২৫৮
অনর্থক কথা ও অতিরিক্ত কথা প্রসঙ্গ ২৫৯

যেগুলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয় **২৬০**
ঋণ সম্পর্কিত আদব ও মাসায়েল **২৬০**

● মানুষের হক

চাকর-নওকরদের হক বা তাদের সাথে যা করণীয় ২৬২
মাতা-পিতার হক **২৬২**
সন্তানের হক ২৭২
আত্মীয়-স্বজনের হক ২৮০
ওয়াজ-নসীহতের মাসায়েল ২৮১
প্রতিবেশীর হক **২৮২**
শুশ্রূষার বিধান ২৮৭
গরীব দুঃখীর হক ২৮৯
সাধারণ মুসলমানের হক ২৯০
অমুসলমানের হক ২৯০
হাঁচি সম্পর্কিত বিধি-বিধান ২৯১
হাই সম্পর্কিত বিধি-বিধান ২৯২
পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর হক ২৯২

বিষয় **পৃষ্ঠা**

● গান-বাদ্য ও ছায়াছবি

গান-বাদ্য শ্রবণ ২৯৩

সিনেমা, বাইস্কোপ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন ২৯৪

● কুফ্‌র, শির্‌ক ও বিদআত-কুসংস্কার

কতিপয় কুফ্‌রী ও তার বিবরণ ২৯৪

কতিপয় শির্‌ক ২৯৬

কতিপয় বিদআত ২৯৮

কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা ৩০০

● কবীরা গোনাহ

কবীরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা ৩০২

যেনা বা ব্যভিচার ৩০৩

আমানতদারী ৩০৪

গীবত ৩০৪

সুদ ৩০৯

গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলা ৩১০

তাকাব্বুর বা অহংকার ৩১০

স্ত্রীর হক ৩১৯

স্বামীর হক ৩২৮

চোগলখোরী (কোটনাগিরি) ৩৩৬

অতিথি পরায়ণতা ৩৩৮

অপব্যয় প্রসঙ্গ ৩৪০

অমিতব্যয় ৩৪০

বুখ্‌ল বা কৃপণতা ৩৪১

● সগীরা গোনাহ

সগীরা গোনাহের বিবরণ ও তার একটি তালিকা ৩৪২

● কালিমা ৩৪৫

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইবাদত ও সংশ্লিষ্ট ফাযায়েল-মাসায়েল বিষয়ক

ইবাদতের গুরুত্ব ও ফযীলত ৩৪৭

● পবিত্রতা

নাপাকীর বর্ণনা ৩৫১
শরীর ও কাপড় পাক করার নিয়ম ৩৫৪
আসবাব দ্রব্য পাক করার নিয়ম ৩৫৫
যমীন পাক করার নিয়ম ৩৫৬
খাদ্যদ্রব্য পাক করার নিয়ম ৩৫৬
পেশাব-পায়খানার মাসায়েল ৩৫৭

● উযূ, গোসল, মেসওয়াক ও তায়াম্মুম

উযূ করার তরীকা ৩৬০
উযূ শেষ হওয়ার পর করণীয় কয়েকটি আমল ৩৬৫
উযূ মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ ৩৬৬
যে সব কারণে উযূ ভাঙ্গে না ৩৬৬
উযূ ভাঙ্গার কারণসমূহ ৩৬৭
মা'যূর ব্যক্তির উযূর বয়ান ৩৬৮
মেসওয়াকের মাসায়েল ও দুআ ৩৬৯
গোসলে যা যা করতে হয় ৩৭০
গোসলের ফরযসমূহ ৩৭১
যে সব কারণে গোসল ফরয হয় ৩৭২
যে সব কারণে গোসল ফরয হয় না ৩৭৪
যে সব কারণে গোসল মোস্তাহাব ৩৭৪

● তায়াম্মুম

কোন্ অপবিত্রতায় তায়াম্মুম করা যায় ৩৭৪
কখন তায়াম্মুম করতে হবে ৩৭৪
তায়াম্মুম করার তরীকা ৩৭৬
কী কী বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয ৩৭৮
কোন্ কোন্ কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয় ৩৭৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

● **মোজায় মাসেহ**

মোজায় মাসেহের শর্তসমূহ ৩৭৮
কোন্ ধরনের মোজায় মাসেহ করা জায়েয ৩৭৯
মোজায় কত দিন মাসেহ করা জায়েয ৩৭৯
মোজায় মাসেহের তরীকা ৩৮০
যে সব কারণে মোজায় মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায় ৩৮০

● **হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাযা ইত্যাদি**

হায়েযের পরিচয় ৩৮০
হায়েযের সময়সীমা ৩৮১
হায়েযের মাসায়েল ৩৮২
দুই হায়েযের মধ্যবর্তী স্রাব বা পবিত্রতার কিছু মাসায়েল ৩৮২
লিকুরিয়া বা সাদা স্রাবের মাসায়েল ৩৮৩
হায়েযের অভ্যাস পরিবর্তন হওয়া সংক্রান্ত মাসায়েল ৩৮৪
হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে নামায-রোযার মাসায়েল ৩৮৫
হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে সহবাসের মাসায়েল ৩৮৭
নেফাস কাকে বলে ৩৮৮
নেফাসের সময়সীমা ৩৮৯
নেফাসের মাসায়েল ৩৮৯
হায়েয ও নেফাস উভয়টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মাসায়েল ৩৯০
ইস্তেহাযা কাকে বলে ৩৯২
ইস্তেহাযার হুকুম ও মাসায়েল ৩৯২
গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল ৩৯৩
প্রসবকালীন সময়ের কয়েকটি মাসআলা ৩৯৪
প্রসূতি সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা ৩৯৫

● **আযান, নামায ও জামাআত**

আযান ও ইকামতের জওয়াব প্রসঙ্গ ৩৯৬
আযানের সময়কার বিশেষ কয়েকটি আমল ৩৯৭
নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা **৩৯৭**
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামায পড়ার তরীকা **৪০০**

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মহিলাদের জামাআত প্রসঙ্গ ৪০৫
মুক্তাদীর জন্য খাস মাসায়েল ৪০৬
● **দুআ ও মুনাজাত** ৪০৭
দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত ৪০৮
কুরআনে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত ৪০৮
হাদীছে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত ৪০৯
নামাযে মনোযোগ সৃষ্টি করার উপায় ৪১০
● **ফরয ও ওয়াজিব নামায এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়**
ওয়াক্তিয়া নামায ৪১১
ফজরের নামায ৪১১
যোহরের নামায ৪১২
আসরের নামায ৪১৩
মাগরিবের নামায ৪১৩
ইশার নামায ৪১৪
বিত্‌র নামায ৪১৪
কছরের নামায **৪১৫**
নামাযের ফরযসমূহ ৪১৬
নামাযের ওয়াজিবসমূহ ৪১৭
নামায ভঙ্গের কারণসমূহ ৪১৯
নামাযের মাকরূহসমূহ ৪২০
যে সব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া যায় ৪২২
সাজদায়ে সাহুর মাসায়েল **৪২৩**
নামাযের মধ্যে রাকআত নিয়ে সন্দেহ হলে তার মাসায়েল ৪২৫
কাযা নামাযের মাসায়েল ৪২৭
উম্‌রী কাযার মাসায়েল ৪২৮
মাযূর বা অসুস্থ ব্যক্তির নামায ৪২৮
নামাযের ফেদিয়ার মাসায়েল ৪৩০
● **সুন্নাত ও নফল নামায**
তারাবীহ্‌র নামায ও তার মাসায়েল ৪৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা	**৪৩২**
তাহাজ্জুদের নামায	**৪৩৩**
তাহিয়্যাতুল উযূ নামায	৪৩৫
ইশ্‌রাক এর নামায	৪৩৬
চাশ্‌ত এর নামায	৪৩৬
যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামায	৪৩৭
আওয়াবীন নামায	৪৩৭
সালাতুত তাসবীহ	**৪৩৮**
এস্তেখারার নামায	৪৩৮
তাওবার নামায	৪৩৯
সালাতুল হাজাত নামায	৪৩৯
শোকরের নামায	৪৪২
সালাতুল খুছূফ (চন্দ্র গ্রহণের নামায)	৪৪২
● রমযান ও রোযা	
রমযান মাসের ফযীলত ও করণীয় বিষয় প্রসঙ্গ	৪৪৩
মিসওয়াকের মাসআলা	৪৪৮
ব্রাশ-পেস্টের মাসআলা	৪৪৮
বমি করার মাসআলা	৪৪৯
থুতুর মাসআলা	৪৪৯
তারাবীহের মাসআলা	৪৪৯
রমযানের রোযা	৪৫০
রোযার নিয়তের মাসায়েল	৪৫০
সেহ্‌রীর মাসায়েল	৪৫১
ইফ্‌তার-এর মাসায়েল	৪৫১
যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না	৪৫২
যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায়	৪৫৩
যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়	৪৫৪
যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা, কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়	৪৫৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

যে সব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে ৪৫৬
যে সব কারণে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে ৪৫৭
রোযার কাফ্ফারার মাসায়েল ৪৫৭
রোযার কাফ্ফারার মাসায়েল ৪৫৮
রোযার ফেদিয়ার মাসায়েল ৪৫৯
নফল রোযার মাসায়েল ৪৫৯
আইয়্যামে বীযের রোযা ৪৬০
শাওয়ালের ছয় রোযা ৪৬০
৯ই জিলহজ্জের রোযা ৪৬১
মান্নতের রোযার মাসায়েল ৪৬১

● এ'তেকাফ

এ'তেকাফের ফযীলত ও ফায়দা ৪৬২
সুন্নাত এ'তেকাফ (রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল .. ৪৬৪
ওয়াজিব এ'তেকাফ (মান্নতের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল ৪৬৫

● যাকাত ও ফিতরা

যাকাতের গুরুত্ব ও ফায়দা ৪৬৬
যাকাতের মাসায়েল ৪৭১
সদকায়ে ফিত্র/ফিতরা-এর মাসায়েল ৪৭৬

● কুরবানী, আকীকা, মান্নত ও কছম

কুরবানীর তাৎপর্য ও ফযীলত ৪৭৭
কুরবানীর মাসায়েল ৪৮৫
গোশ্ত বণ্টনের তরীকা ৪৮৭
কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া ও দান করার মাসায়েল ৪৮৭
আকীকার মাসায়েল **৪৮৮**
মান্নতের মাসায়েল ৪৮৯
কছমের মাসায়েল ৪৯০
কছমের কাফফারা ৪৯২

বিষয়	পৃষ্ঠা
● হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত	**৪৯২**
কোন্ প্রকার হজ্জ করা উত্তম	৪৯৮
তামাত্তু হজ্জের নিয়মাবলী	৪৯৮
নফল উমরা ও নফল তাওয়াফের মাসায়েল	৫১৭
যে সব কারণে দম বা সদকা দিতে হয়	৫১৮
মদীনা মুনাওয়ারা-র যিয়ারত	৫১৮
● পর্দার বিধান	**৫২২**
নারীর মাহরাম	৫২৩
গোঁপ, দাড়ির মাসায়েল	৫২৪
চুল ও শরীরের অন্যান্য পশমের মাসায়েল	৫২৪
তেল, প্রসাধনী ও সাজগোছের বিধি-বিধান	৫২৬
আয়না-চিরুনির বিধি-বিধান	৫২৭
সুরমা, আতর ও সেন্ট ব্যবহারের বিধি-বিধান	৫২৭
অলংকারের বিধি-বিধান	৫২৮
নখ সম্পর্কিত মাসায়েল	৫২৮
মেহেদী ও খেযাব (কলপ) সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৫২৮
পোশাক-পরিচ্ছদের মাসায়েল	৫২৯
জুতা/স্যান্ডেল সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৫৩০
● ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-ব্যয়	
হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও ফায়দা	৫৩০
ব্যবসা-বাণিজ্য করতে টাকা খাটানোর মাসায়েল	৫৩১
গরু, ছাগল, হাস, মুরগি রাখালী দেয়ার মাসায়েল	৫৩২
বন্ধকের মাসায়েল	৫৩২
আমানতের মাসায়েল	৫৩৩
ওয়াক্ফ/সদকায়ে জারিয়ার মাসায়েল	৫৩৩
অসিয়ত	৫৩৪
● বিবাহ-শাদি	
যাদের সাথে বিবাহ হারাম	৫৩৫
যাদের সাথে বিবাহ জায়েয	৫৩৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের তরীকা ৫৩৭
বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার তরীকা ৫৩৮
পাত্রী দেখা প্রসঙ্গে ৫৩৮
মহর সম্পর্কিত মাসায়েল ৫৩৮
এযেন নেয়ার তরীকা ও মাসায়েল ৫৩৯
বিবাহের দিন, সময় ও স্থান প্রসঙ্গ ৫৪০
বিবাহে বরকত কীভাবে আসবে? **৫৪১**
বিবাহ মজলিসের কয়েকটি রছম ও কুপ্রথা ৫৪২
বাসর রাতের কতিপয় বিধান ৫৪২
ওলীমা বিষয়ক সুন্নাত ও নিয়মসমূহ ৫৪৩
শোয়া এবং ঘুমের মাসায়েল ৫৪৩
স্বপ্ন বিষয়ক বিধি-নিষেধসমূহ ৫৪৫
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত মাসায়েল **৫৪৬**
সহবাসের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ ৫৪৭
গোসল ফরয থাকা অবস্থার বিশেষ বিধি-নিষেধসমূহ ৫৪৮
তালাক দেয়ার মাসায়েল **৫৪৮**
ইদ্দতের মাসায়েল ৫৪৯
স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনের মাসায়েল **৫৫১**
পরিবারে সুখ-শান্তি ও মিলেমিশে থাকার নীতি ৫৫১
স্ত্রীর প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর করণীয় ৫৫৬
স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে স্ত্রী কী করবে? ৫৫৭
স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ৫৫৮
শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার নীতি ৫৫৯
পুত্রবধূর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর কর্তব্য ৫৬১
ঘর সাজানো-গোছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাসায়েল ৫৬২
● **সন্তান লালন-পালন**
শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা ৫৬৩
শিশুর মানসিক পরিচর্যা ৫৬৬
শিশুদের আদর-সোহাগ প্রসঙ্গ ৫৬৮
সন্তানের নাম রাখা ৫৬৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সন্তানকে কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি প্রদানের মাসায়েল ৫৬৯
সন্তান ও শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও মাসায়েল ৫৭১
সন্তানের দাবি-দাওয়া ও জিদ পূরণ করার বিষয়ে কতিপয় নীতি ও মাসায়েল ৫৭২
শিশুদের শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ৫৭২
সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর তরীকা ৫৭৩
যাদের সন্তান সুপথে আসে না তাদের সান্ত্বনা ৫৭৬
যাদের সন্তান মারা যায় তাদের সান্ত্বনা ৫৭৭
যাদের কোন সন্তান হয় না বা পুত্র হয়না তাদের সান্ত্বনা ৫৭৭
সতীনের সন্তানের জন্য যা করণীয় ৫৭৮

● **রান্না-বান্না**

রান্না-বান্না ও পানাহারের মাসায়েল ৫৭৮
যে সব পশু-পাখী খাওয়া জায়েয ও হালাল ৫৭৯
যেসব পশু-পাখী খাওয়া জায়েয নয় ৫৭৯
হালাল পশুপাখীর যা যা খাওয়া নাজায়েয ৫৭৯
মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত মাসায়েল ৫৮০

যবাই করার মাসায়েল **৫৮০**

● **পানাহার**

পান করার মাসায়েল ৫৮২
খাওয়ার মাসায়েল ৫৮২
মজলিসে খানার সুন্নাত ও আদবসমূহ ৫৮৪
অমুসলিমদের সাথে পানাহার এবং তাদের তৈরী করা খাদ্য-খাবারের মাসায়েল -৫৮৪
মেহমানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ ৫৮৫
মেজবানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ ৫৮৬

● **চলাফেরা ও সফর**

ঘরে প্রবেশের মাসায়েল ৫৮৬
ঘর থেকে বের হওয়ার মাসায়েল ৫৮৭
রাস্তা-ঘাটে চলার মাসায়েল ৫৮৮
যানবাহনে চলার মাসায়েল ৫৮৮
সফরে যাওয়ার মাসায়েল ৫৮৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

● বিপদ-আপদ ও চিকিৎসা

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত কেন আসে এবং তখন কী করণীয়? ৫৮৯
চিকিৎসার মাসায়েল ৫৯০
রোগ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয় ৫৯০
মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকে তাদের যা যা করণীয় ৫৯১
মৃত্যুর পর করণীয় ৫৯২

● কাফন-দাফন

কাফনের কাপড়ের মাসায়েল ৫৯৩
মাইয়েতকে গোসল প্রদানের নিয়ম ৫৯৪
কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (মহিলার) ৫৯৬
কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (পুরুষের) ৫৯৬
মাইয়েতের পরিবারের সাথে অন্যদের যা যা করণীয় ৫৯৭
ঈছালে ছওয়াব ও তার তরীকা ৫৯৮

সপ্তম অধ্যায়

(মাছনূন দুআ-দুরূদ)

দুআ-দুরূদের গুরুত্ব ও ফায়দা ৬০১

● সকাল সন্ধ্যার দুআ ও আমল ৬০৪

সূর্যোদয়ের সময় দুআ ৬০৬
চাঁদ দেখার দুআ ৬০৬
ফরয নামাযের পরের দুআ ও আমলসমূহ ৬০৬
হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর একটি ঘটনা ৬০৭

● জুমুআর দিনের দুআ ও আমল ৬০৯

● পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত দুআ

নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ ৬০৯
কাপড় খোলার দুআ ৬১০
জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করা ও খোলার দুআ ৬১০
আয়না-চিরুনির দুআ ৬১০

বিষয় পৃষ্ঠা

● **ঘুম ও স্বপ্ন বিষয়ক দুআ**
শোয়ার সময়ের দুআ ৬১০
ঘুম না আসলে পড়ার দুআ ৬১১
ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ ৬১১
সহবাসের দুআ ৬১১

● **সন্তানাদি সম্পর্কিত দুআ**
বদ নজর থেকে হেফাজতের দুআ ৬১১
সন্তান লাভের দুআ ও আমল ৬১২

● **পানাহার বিষয়ক দুআ**
পানি পান করার দুআ ৬১২
যমযমের পানি পান করার দুআ ৬১২
দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার দুআ ৬১৩
খানার দুআ ৬১৩
দস্তরখানা উঠানোর দুআ ৬১৪
দাওয়াত খাওয়ার দুআ ৬১৪

● **ঘর সংক্রান্ত দুআ**
ঘরে প্রবেশের দুআ ৬১৫
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ ৬১৫
সফর সংক্রান্ত দুআ ৬১৫
যানবাহন বিষয়ক দুআ ৬১৬
বিপদ-আপদ সংক্রান্ত দুআ ৬১৭
সুখ-দুঃখ বিষয়ক দুআ ৬১৯
অসুস্থতা সংক্রান্ত দুআ ৬১৯
মৃত্যু সংক্রান্ত দুআ ৬২০
ইস্তেনজা সংক্রান্ত দুআ ৬২১

● **দুরূদ শরীফ প্রসঙ্গ**
দুরূদ শরীফের ফযীলত ৬২১
দুরূদ পাঠের হুকুম ৬২২

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

নেক বিবিদের কাহিনী

নেককার পরহেযগার লোকদের জীবনী পাঠ করলে তাদের মত নেককার পরহেযগার হওয়ার আগ্রহ পয়দা হয়, তাদের মত আমল ও ইবাদত-বন্দেগী এবং সাধনা করার জয্বা সৃষ্টি হয়। ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের কাহিনী শুনলে গাফেল অন্তর জেগে উঠে। ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের হালাত সামনে না থাকলে মানুষ হয়তোবা আমল ও সাধনায় অগ্রসর হতে পারে না কিংবা অল্প আমল ও কিঞ্চিৎ সাধনা করেই মনে করে যে, অনেক করছি। কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীনের হালাত দেখলে তখন মানুষ বুঝতে পারে তাদের আমলে কত ত্রুটি ও স্বল্পতা রয়েছে। আমলের আগ্রহ ও জয্বা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং দ্বীনের উপর চলার নমুনা বোঝার জন্য নিম্নে নেককার বুযুর্গ বিবিদের কিছু কাহিনী পেশ করা হল।

কয়েকজন নবীর স্ত্রী

হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাওয়া

হযরত হাওয়া (আ.) পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী। হযরত আদম (আ.) আদি পিতা আর হযরত হাওয়া (আ.) পৃথিবীর সকল মানুষের মা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ শক্তির দ্বারা হযরত হাওয়া (আ.)কে হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হযরত আদম (আ.)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তাঁদের উভয়কে জান্নাতে থাকার স্থান দিয়েছেন। আর জান্নাতের বিশেষ একটি গাছের

ফল খেতে নিষেধ করেছেন। শয়তান তাঁদেরকে এই বলে ধোঁকা দিয়েছে যে, তোমরা এই গাছের ফল আহার করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী হতে পারবে। তাঁরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সেই গাছের ফল খেয়েছেন। তখন আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন : তোমরা জান্নাত ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে যাও। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে এসে নিজের ভুলের জন্য খুব কেঁদেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ভুলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে হযরত হাওয়া (আ.) হযরত আদম (আ.) থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। (এক জয়ীফ বর্ণনামতে জান্নাত থেকে হযরত আদম [আ.]কে হিন্দুস্তানে এবং হযরত হাওয়া [আ.]কে জেদ্দায় নামানো হয়েছিল।) আল্লাহ তাআলা উভয়কে একত্রিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের থেকে অসংখ্য সন্তান সন্ততি হয়েছে।[১]

ফায়দা : লক্ষ করুন ! হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায় হযরত হাওয়া (আ.)ও ভুল করেছেন, আবার তওবাও করেছেন। আমাদের অনেক মা-বোন আছেন যারা নিজেদের ভুল হয়ে গেলেও তা স্বীকার করতে চান না বরং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নানা রকম কথা ও কারণ তৈরি করেন। কোনভাবেই যেন নিজেদের উপর দোষ না আসে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে কখনও সেই পাপ থেকে তওবা করা হয়ে ওঠে না। কারণ পাপকে পাপ মনে করলেই তো তার জন্য তওবা আসবে। এমনও অনেক মহিলা আছেন, যারা জীবনভর পাপ করে যাচ্ছেন, অথচ তা বর্জনের নাম-গন্ধও নেই। বিশেষত গীবত করা ও রছম কুসংস্কার পালন করা মহিলাদের একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কোনভাবেই তারা রছম ও বেদআত-কুসংস্কার ছাড়তে চান না। এই অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। পাপকে পাপ বলে স্বীকার করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিতে হবে।

হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-এর ঘটনা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে জান্নাতের জন্য তৈরি করেছেন। এজন্যই মানব জাতির আদি পিতা মাতাকে জান্নাতেই রাখা হয়েছিল। আমাদের আসল বাড়ি হল জান্নাত। আমাদের আসল ঠিকানা হল জান্নাত। দুনিয়া আমাদের আসল বাড়ি নয়, দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। তাই আসল বাড়ির জন্য, আসল ঠিকানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

---

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور ও قصص القرآن، البداية والنهاية، معارف القرآن

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা

হযরত হাজেরা (আ.)-এর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাতা।

হযরত ইসমাঈল যখন দুগ্ধপায়ী শিশু, তখন আল্লাহ তা'আলার মর্জি হল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানদের মাধ্যমে মক্কা আবাদ করবেন। অথচ তখন মক্কা নগরী ছিল এক জনশূন্য প্রান্তর। হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল সহ বর্তমান ফিলিস্তিনের খলীল শহরে বাস করতেন। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে আদেশ করলেন, হযরত হাজেরাকে তাঁর দুধের শিশুসহ মক্কায় রেখে এসো। আমিই তাঁদেরকে রক্ষা করব। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্তান ও স্ত্রীকে সেই জনশূন্য প্রান্তরে রেখে এলেন। সম্বল হিসেবে রেখে এলেন এক মশক পানি আর এক থলে খেজুর। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলকে সেখানে রেখে শামদেশে চলে আসছিলেন, তখন হযরত হাজেরা (আ.) পিছে পিছে আসছিলেন আর বলছিলেন, আপনি এখানে আমাদেরকে একাকী রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) কোন জবাব দিচ্ছিলেন না। অবশেষে হযরত হাজেরা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি আপনার প্রভুর নির্দেশে আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন : হ্যাঁ! তখন হযরত হাজেরা (আ.) বলে উঠলেন : তাহলে আমাদের আর কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ নিজেই আমাদের অবস্থা দেখবেন।

তারপর হযরত হাজেরা (আ.) আল্লাহর উপর ভরসা করে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। ক্ষুধা পেলে খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিতেন আর হযরত ইসমাঈল (আ.)কে দুধ পান করাতেন। ধীরে ধীরে যখন মশকের পানি ফুরিয়ে গেল, তখন মা পুত্র উভয়ের পিপাসা বাড়তে লাগল। শিশু ইসমাঈল পিপাসায় ছটফট করতে লাগল। মা হাজেরা সন্তানের এই দশা বরদাশত করতে পারলেন না। কোন মা-ই সন্তানের এই করুণ দশা সহ্য করতে পারে না। সন্তানের এই করুণ দশা দেখে মা হাজেরা পানির সন্ধানে নেমে পড়লেন। দৌড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। সেখানে পানির সন্ধান না পেয়ে পার্শ্ববর্তী 'মারওয়া' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমতল ভূমির মাঝে কিছুটা স্থান নিচু

আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমতল ভূমিতে চলছিলেন, ততক্ষণ বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছিলেন! যখন ঐ নিচু স্থানে আসলেন, তখন আর বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছিল না। তাই দৌড়ে ঐ নিচু স্থান পার হয়েছিলেন। মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে আবার চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেখানেও পানির কোন সন্ধান পেলেন না। আবার ছুটে গেলেন সাফা পাহাড়ে। এভাবে সাতবার পানির সন্ধানে উভয় পাহাড়ে চক্কর দিলেন এবং দুই পাহাড়ের মাঝখানের সেই নিচু স্থানটি প্রতিবারই দৌড়ে অতিক্রম করলেন। হযরত হাজেরা (আ.)-এর এই আমল আল্লাহ তাআলার কাছে খুব পছন্দ হল। সেমতে তিনি এই সাফা-মারওয়ার ছোটাছুটিকে হাজীদের নিয়মিত আমলের তালিকাভুক্ত করে দিলেন। এখনও সকল হাজীকে সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী করার সময় মাঝখানের সেই নিচু স্থানটুকু দৌড়ে অগ্রসর হতে হয়।

'মা' হাজেরা ছুটতে ছুটতে অবশেষে যখন মারওয়া পাহাড়ে এসে দাঁড়ান, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পান। আওয়াজ শুনে তিনি থমকে দাঁড়ান। আবার সেই আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। হযরত হাজেরা আওয়াজ দিয়ে বললেন : আমি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি ! কেউ সাহায্য করার থাকলে সাহায্য করুন। ঠিক তখনই যমযম কূপের স্থানটিতে একজন ফেরেশতাকে দেখা গেল। ফেরেশতা সেখানে তার ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। আর সেখান থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। হযরত হাজেরা (আ.) চারদিকে মাটির বাঁধ তৈরি করে পানি আঁটকাতে লাগলেন। পানি দিয়ে মশক ভরে নিলেন। শিশু ইসমাঈলকে পানি পান করালেন। নিজেও পান করলেন।

ফেরেশতা বললেন : ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই ছেলে এবং তার পিতা মিলে এই ঘর নির্মাণ করবে। এখানেও জনবসতি গড়ে উঠবে। তারপর দেখা গেল অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে জনবসতি গড়ে উঠল। একসময় হযরত ইসমাঈল (আ.) বড় হলেন এবং বিবাহ করলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন। পিতা-পুত্র মিলে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। তখন যমযমের পানি মাটির নিচে চলে গিয়েছিল। কিছুদিন পর কূপের আকারে যমযম আত্মপ্রকাশ করে।[১]

---

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور، قصص القرآن ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ।

ফায়দা : এখানে একটা লক্ষ করার বিষয় হল, হযরত হাজেরা (আ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি কত গভীর ভরসা ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন, এই নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহর নির্দেশেই তাঁকে রেখে যাওয়া হচ্ছে, তখন তিনি চিন্তামুক্ত হয়ে গেলেন এবং সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে সেখানে থাকতে লাগলেন। আর আল্লাহর উপর ভরসার কারণে এতসব বরকত লাভ করলেন। সত্যিই যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাআলাই তার সবকিছু দেখেন। আমরা অনেকে একটু পেরেশানী এলেই ঘাবড়ে যাই, আল্লাহর উপর ভরসা করার কথা ভুলে যাই। অথচ আল্লাহর উপর ভরসা করাই পেরেশানী দূর করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। একমাত্র তিনিই পারেন সব পেরেশানী দূর করতে।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর স্ত্রী বিবি রহমত

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল রহমত। তিনি স্বামীর এমন সেবা করেছেন, যা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। একবার হযরত আইয়ূব (আ.) খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর সারা শরীর জখমে ছেয়ে যায়। তাঁর আপনজন সকলেই তাঁর কাছ থেকে সরে পড়ে। কাছে থাকেন কেবল তাঁর স্ত্রী রহমত। তিনি তাঁর খেদমতে থাকেন। সব রকম কষ্ট বরদাশত করেন। স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন।

একবার হযরত আইয়ূব (আ.) কোন কারণে বিবি রহমতের প্রতি রাগান্বিত হয়ে কসম করেন যে, আমি সুস্থ হলে তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব। তিনি যখন সুস্থ হন তখন তাঁর কসম পূরণ করার এরাদা করেন। এখন স্ত্রীকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। বিষয়টি খুবই কঠিন, এমন সতীসাধ্বী ও স্বামীর খেদমত পরায়ণা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে বিষয়টি সহজ করে দিলেন। তিনি হযরত আইয়ূব (আ.)কে বলে দিলেন, একশত শলাকা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু নিয়ে একবার আঘাত কর। তাহলে এটাকেই একশত আঘাত হিসেবে গণ্য করা হবে। এবং এভাবে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি তা-ই করলেন। বিবি রহমত সহজে একশত বেত্রাঘাত খাওয়া থেকে মুক্তি পেলেন।[১]

ফায়দা : চিন্তা করে দেখার বিষয় হল বিবি রহমত কত সতীসাধ্বী নারী ছিলেন যে, এমন কঠিন দুর্দিনেও স্বামীকে ছেড়ে চলে যাননি। স্বামী হযরত

---

১. তথ্যসূত্র : قصص القرآن، بہشتی زیور ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ।

আইয়ূব (আ.) কসম করেছেন তাকে শাস্তি দিবেন। এতে বোঝা যায় হযরত আইয়ূব (আ.)-এর মেজায তখন কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু স্ত্রী সবই নীরবে সহ্য করেছেন এবং স্বামীর খেদমতে নিয়োজিত থেকেছেন। এরই বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করে বেত্রাঘাত থেকে বাঁচিয়েছেন। বোঝা গেল স্বামীর খেদমত করলে আল্লাহ তাআলা এরকম খুশী হন যে, তার জন্য সব রকম আছানীর ব্যবস্থা করে দেন। স্বামীকে অখুশী রাখলে আল্লাহ তাআলাও অখুশী হন। হাদীছে এসেছে এরূপ নারীর প্রতি লানত হতে থাকে।

হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী বিবি সাফূরা

হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল সাফূরা। সাফূরা ছিলেন হযরত শুআইব (আ.)-এর বড় কন্যা। তিনি কীভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী হলেন, তার একটি প্রেক্ষাপট ছিল। হযরত মূসা (আ.) মিসরে বসবাস করতেন। মিসরে তখন ফেরআউনের রাজত্ব ছিল। একদিন ফেরআউনী গোত্রের এক লোক হযরত মূসা (আ.)-এর গোত্রের এক ব্যক্তির ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করল। মূসা (আ.)-এর গোত্রের লোকটা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে সাহায্য চাইল। হযরত মূসা (আ.) তার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন এবং ফেরআউনী গোত্রের লোকটাকে শাসন-মূলক একটা থাপ্পড় দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই থাপ্পড়ে লোকটা মারা গেল। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন হযরত মূসা (আ.) আত্মগোপন করে পালিয়ে মিসর থেকে বর্তমান সৌদী আরবের মাদইয়ান এলাকায় চলে গেলেন।

হযরত মূসা (আ.) যখন মাদইয়ানের উপকণ্ঠে পৌঁছেন, তখন দেখেন অনেকগুলো রাখাল কূপ থেকে পানি তুলে নিজ নিজ ছাগল-বকরিগুলোকে পান করাচ্ছে। তিনি দেখলেন সেখানে দুইজন মেয়ে পানি পান করানোর জন্য তাদের ছাগলগুলো কূপের দিকে নিয়ে এসেছে এবং তারা সকলের পেছনে অপেক্ষা করছে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মেয়ে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা কেন ছাগল চরাতে এসেছ এবং দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা জানাল, আমাদের বাড়িতে কাজ করার মতো কোন পুরুষ মানুষ নেই। তাই ছাগল চরাতে আমাদেরকেই আসতে হয়। কিন্তু আমরা মেয়ে মানুষ, তাই দূরে অপেক্ষা করছি। পুরুষরা চলে যাওয়ার পর আমরা আমাদের ছাগলকে পানি পান করাব। তাদের কথা শুনে হযরত মূসা (আ.)-

এর খুব মায়া হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ঠেলে নিজ হাতে পানি তুলে তাদের ছাগলগুলোকে পান করিয়ে দিলেন। মেয়ে দুটি বাড়িতে গিয়ে তাদের শ্রদ্ধেয় পিতা, বিশিষ্ট নবী হযরত শুআইব (আ.)-এর কাছে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করল।

ঘটনা শুনে হযরত শুআইব (আ.) বড় মেয়েকে এই বলে পাঠালেন যে, যাও আবার সেখানে গিয়ে লোকটিকে ডেকে নিয়ে এসো! মেয়েটি এসে সলজ্জকণ্ঠে হযরত মূসা (আ.)কে জানাল যে, আমার পিতা হযরত শুআইব (আ.) আপনাকে যাওয়ার জন্য বলেছেন। হযরত মূসা (আ.) সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন এবং হযরত শুআইব (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। হযরত শুআইব (আ.) মূসা (আ.)-এর ঘটনা শুনে তাঁকে সর্বপ্রকার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : আমার ইচ্ছা আমার একটি মেয়ে তোমার কাছে বিবাহ দিব। তবে শর্ত হল ৮ বৎসর অথবা ১০ বৎসর আমার ছাগল চরাতে হবে। হযরত মূসা (আ.) শর্তে রাজি হয়ে গেলেন। একসময় বড় মেয়ের সাথে বিবাহ হয়ে গেল। এই মেয়েরই নাম ছিল সাফূরা। বিবাহের পরও হযরত মূসা (আ.) কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন।

এরপর একদিন হযরত মূসা (আ.) পুনরায় মিসরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। পথে প্রচণ্ড শীত পড়ল। তূর পাহাড়ের কাছে এলে শীতের প্রচণ্ডতার কারণে আগুনের প্রয়োজন হল। আগুনের সন্ধানে তিনি এদিক সেদিক দৃষ্টি ফেরাতে থাকলেন। তূর পাহাড়ে আগুন দেখা গেল। তিনি আগুন আনতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সেতো আগুন নয়, আল্লাহর নূর এবং সেখানেই আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বললেন এবং তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন।[১]

ফায়দা : লক্ষ করার বিষয় হল হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী হযরত সাফূরা ছিলেন নবীর মেয়ে। নবীর মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কত কষ্ট করে ঘরের কাজ করতেন। পুরুষ মানুষ না থাকায় অপারগ হয়ে বকরী পর্যন্ত চরাতেন। এসব কাজ করতে কোন লজ্জাবোধ করতেন না। কোন অহংকার করতেন না। অপারগ হয়ে যখন পরপুরুষের কাছে নিজের সমস্যার কথা বলেছেন তখনও অত্যন্ত লজ্জা ও বিনয়ের সাথে বলেছেন। সুতরাং ঘরের কাজের ক্ষেত্রে লজ্জা করা বা অলসতা করা ঠিক নয়। নিজের কাজ নিজেরই করা ভাল।

---

১. তথ্যসূত্র : قصص القرآن، البداية والنهاية، بہشتی زیور ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ।